বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দারা (১৮৯০ - ২০১৫)

আমার বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভটিকে আমি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়, *বিদেশি ছায়ায় বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য* । এই অধ্যায়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি, বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য কোথায় কোথায় এবং কীভাবে বিদেশি গোয়েন্দা সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত অথবা অনুপ্রাণিত হয়েছে। কোথায় হয়েছে সরাসরি অনুবাদ। বাঙালি গোয়েন্দা চরিত্রের সাথে বিদেশি কোন গোয়েন্দার কোথাও কোন মিল আছে কি না। মিল থাকলে তা কতদূর পর্যন্ত ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের পেশাদার গোয়েন্দারা* । উনিশ শতকের শেষ থেকে একুশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গোয়েন্দাদের যে ধারা বহমান, সময়ের সাথে সাথে তাদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠন, ভাবনা চিন্তার বিচিত্র ধরণ, তাঁদের নীতি ও বিশ্বাস এবং অপরাধী নির্ণয়ের পদ্ধতিগত বৈচিত্র অনুসন্ধান করাই আমার এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

তৃতীয় অধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ভিন্ন পেশার গোয়েন্দারা* । বাংলা সাহিত্যে এমন অনেক চরিত্র রয়েছে, যারা পেশাদার গোয়েন্দা নয়। তবে, সত্যানুসন্ধান যাদের নেশা, তাদের কৌতূহলী, অনুসন্ধিৎসু মনই তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় নানান রহস্যময় ঘটনার সীমানায়।

চতুর্থ অধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দারা* । বাংলা সাহিত্যে মেয়ে গোয়েন্দার সংখ্যা নেহাত কম নয়। এইসব মেয়ে গোয়েন্দাদের ব্যক্তিজীবন ও পেশাদার জীবন, সংসার ও কর্মক্ষেত্র সব কিছুই চিত্রিত হয়েছে তাদের নিয়ে লেখা কাহিনিগুলিতে। এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে সে বিষয়ে। অধ্যায়টির শুরুতেই প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে বিশ্বসাহিত্যের মেয়ে গোয়েন্দাদের কথাও।

পঞ্চম অধ্যায়, *পুলিশের কলমে বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দারা (বাঁকাউল্লার দপ্তর, সেকালের দারোগা কাহিনী, দারোগার দপ্তর)*। বাংলা গোয়েন্দা গল্পের একেবারে গোড়ার দিকের কাহিনি সরকারি পুলিশের বা ফাঁড়ি দারোগার। পুলিশ কর্মচারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এইসব কাহিনিগুলি লিখেছিলেন। তৎকালীন সমাজবাস্তবতার প্রেক্ষিতে অপরাধের সাত-সতেরো চিত্র স্পষ্টভাবে ধরা আছে এইসব রচনায়। আছে সেইসব অপরাধের তত্ত্ব – তালাশ।